মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতের অভিনবত্বের কেন্দ্রে "অননুভাষণ"

অনন্যা ব্যানার্জী

সারাংশ : উদয়নাচার্য্যের পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য নব্যনৈয়ায়িক মণিকণ্ঠ মিশ্র তাঁর "ন্যায়রত্ন" নামক গ্রন্থে মহর্ষি গৌতমোক্ত বিশেষ বিশেষ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে বহুস্থলে উদয়নাচার্য্যের মতের বিরোধিতা করেছেন। তন্মধ্যে একটি অন্যতম নিগ্রহস্থান হল "অননুভাষণ"। উদয়নাচার্য্যের মতে — বিচারস্থলে কোনও বাদী কর্তৃক ত্রিবিধবার কথিত এবং পরিষৎ বা মধ্যস্থ কর্তৃক বিজ্ঞাত বাক্যার্থের পরমত খণ্ডনের পূর্বে প্রতিবাদী কর্তৃক যে অপ্রত্যুচ্চারণ, তা ঐ প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। কিন্তু মণিকণ্ঠ মিশ্র বিচারস্থলে পরমত খণ্ডনের পূর্বে কোনও বাদীর কথিত বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের অভাবকেই প্রতিবাদীর পক্ষে উদ্ভাবনীয় "অননুভাষণ"নামক নিগ্রহস্থানরূপে অভিহিত করেছেন। টীকাকার নৃসিংহযজ্বনের ব্যাখ্যানুসারে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে— কেবলমাত্র পরমত খণ্ডনকালে প্রতিবাদীর পক্ষেই নয়, বিচারস্থলে অপরের উত্থাপিত আপত্তিকর উত্তর প্রদানকালে কোনও বাদীর পক্ষেও "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন সম্ভব। উদয়নাচার্য্য তাঁর "ন্যায়পরিশিষ্ট" নামক গ্রন্থে পঞ্চবিধ কারণবশতঃ পঞ্চপ্রকার "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের কথা স্বীকার করলেও মণিকণ্ঠ মিশ্র চতুর্বিধ কারণবশতঃ চতুর্বিধ প্রকার "অননুভাষণ"-এর উদ্ভাবনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। উদয়নাচার্য্যের ন্যায় সর্বনামের দ্বারা অণুভাষণ তাঁর নিকট "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের স্থলরূপে গৃহীত হয়নি। উদয়নাচার্য্য এবং মণিকণ্ঠ মিশ্র—উভয় মতানুসারেই একটি স্বতন্ত্র নিগ্রহস্থানরূপে "অননুভাষণ" অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু এই বিষয়ে উভয়ের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উক্ত নিগ্রহস্থানটির স্বরূপ, উদ্ভাবনকাল, প্রকারভেদ নিরূপণ— সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতের অভিনবত্ব।

বীজশব্দ: অননুভাষণ, মণিকণ্ঠ মিশ্র, নৃসিংহযজ্বন, উদয়নাচার্য্য।

ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে সর্বশেষ পদার্থ হল নিগ্রহস্থান। মহর্ষি গৌতমের "ন্যায়সূত্র"-এর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে সামান্যতঃ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ক এবং পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে দ্বাবিংশতি প্রকার বিশেষ বিশেষ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। মহর্ষির উক্ত এই বাইশ প্রকার নিগ্রহস্থানগুলি হল যথাক্রমে— প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত এবং হেত্বাভাস।[১] খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরভাগে ন্যায়দর্শনের অতিগহন পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যার জন্য মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য যে গ্রন্থ রচনা করেন, তা "ন্যায়পরিশিষ্ট" বা "প্রবোধসিদ্ধি" নামে পরিচিত। বস্তুতঃপক্ষে উদয়নাচার্য্যের রচনাতেই নব্যন্যায়ের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ন্যায় এবং নব্যন্যায়ের তিনি যে সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন— একথা বহুজন সম্মত। উদয়নাচার্য্যের "ন্যায়পরিশিষ্ট" নামক গ্রন্থে সামান্যতঃ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ এবং মহর্ষি গৌতমোক্ত দ্বাবিংশতি প্রকার বিশেষ বিশেষ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে তাঁর অভিনব মত পরিলক্ষিত হয়। উদয়নাচার্য্যের মতের এই অভিনবত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করেছে বর্ধমান উপাধ্যায়ের "পরিশিষ্টপ্রকাশ" বা "প্রকাশটীকা"র মাধ্যমে।

উদয়নাচার্য্যের পরবর্তীকালে নৈয়ায়িকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মণিকণ্ঠ মিশ্র, যিনি বহুস্থলেই উদয়নাচার্য্যের মতের বিরোধিতা করেছেন। মণিকণ্ঠ মিশ্রের "ন্যায়রত্ন" নামক গ্রন্থে সামান্যতঃ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ এবং বিশেষ বিশেষ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে তাঁর অভিনব মতের সন্ধান মেলে। মণিকণ্ঠ মিশ্র বহুস্থলে উদয়নাচার্য্যের "ন্যায়পরিশিষ্ট" নামক গ্রন্থে

উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ক মতের বিরোধিতা করেছেন। প্রতিটি বিশেষ বিশেষ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতের স্বকীয়তাকে পরিস্ফুট করে তোলা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। পরন্তু উদয়নাচার্য্যের মতের পরিপ্রেক্ষিতে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতের অভিনবত্বকে পরিস্ফুট করে তোলাই এই প্রবন্ধের প্রয়াস। কিন্তু মূল আলোচনায় উপনীত হবার পূর্বে সামান্যতঃ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে উদয়নাচার্য্য এবং মণিকণ্ঠ মিশ্রের মত বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

ক. সামান্যতঃ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে উদয়নাচার্য্য এবং মণিকণ্ঠ মিশ্রের মত ঃ

উদয়নাচার্য্য তাঁর ''ন্যায়পরিশিষ্ট'' নামক গ্রন্থে ''নিগ্রহস্থান'' নামক পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে— ''কথা'' স্থলে যে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের অহঙ্কার খণ্ডিত হয়নি, তাঁর দ্বারা অপরের অর্থাৎ তাঁর প্রতিবাদীর যে অহঙ্কার খণ্ডন, তাই হল তৎ কর্তৃক অপরের পরাজয় এবং এরই নাম নিগ্রহ।[২] এই প্রকার পরাজয়ের বা নিগ্রহের যে কারণ, তাকেই উদয়নাচার্য্য নিগ্রহস্থানরূপে অভিহিত করেছেন। বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁর ''পরিশিষ্টপ্রকাশ'' বা ''প্রকাশটীকা''য় উদয়নাচার্য্যের বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে— 'নিগ্রহ' শব্দের দ্বারা রাজধর্ম কথিত দন্ডাদি বিষয় গৃহীত হয়নি। পরন্তু পরাজয়রূপ অর্থই গৃহীত হয়েছে।[৩] বর্ধমান উপাধ্যায়ের মতে অহঙ্কার খণ্ডনরূপ এই পরাজয় বা নিগ্রহ বিচারে অংশগ্রহণকারী বাদী বা প্রতিবাদীর স্বপক্ষস্থাপন, পরমত উপলব্ধি, পরপক্ষ খণ্ডন অথবা অপরের উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডনরূপ যেকোন কার্য বিষয়ে ব্যর্থতা জন্য ঘটায়, কার্যদ্বারেই এই পরাজয় বিবেচিত হয়।[৪]

উদয়নাচার্য্য বলেন— কথার বাইরে যারা আছেন অথবা কথাস্থলে অপস্মারাদি পীড়াবশতঃ কেউ যদি কথা বলতে না পারেন অথবা অকস্মাৎ যিনি উন্মাদ দশাগ্রস্ত হয়েছেন, ঝটিতি বুঝে নিজ দোষ সংশোধন করে নিয়েছেন অথবা কথায় অনধিকারী কোনও পুরুষ পাশ থেকে উত্তর বলে দিলে বা কোনও আপত্তির উদ্ভাবন করলেও উক্ত ক্ষেত্রসমূহে নিগ্রহস্থান হয় না।[৫] কারণ এগুলির দ্বারা উক্তরূপ পুরুষসমূহের তৎকালীন অজ্ঞতা সূচিত হলেও এগুলি অতিপ্রসঙ্গ। সুতরাং, এই সকল ক্ষেত্রে নিগ্রহস্থানের লক্ষণ প্রযোজ্য না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষের কোনও আশঙ্কা থাকে না।[৬] সুতরাং, উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে উক্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত কথাস্থলেই নিগ্রহস্থান স্বীকৃত হয়।[৭]

সামান্যতঃ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মত অভিনবত্বের দাবী রাখে। সামান্যতঃ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে মণিকণ্ঠ মিশ্র প্রথমে অপর মত সম্মত নিগ্রহস্থানের লক্ষণ উপস্থাপনা করেছেন এবং তারপর উক্ত লক্ষণ খণ্ডনপূর্বক নিজমত সম্মত নিগ্রহস্থানের লক্ষণ প্রকাশ করেছেন। মহর্ষি গৌতম বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থানরূপে অভিহিত করলেও মণিকণ্ঠ মিশ্র উক্ত লক্ষণ খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন— নিগ্রহের হেতু কি অপ্রতিপত্তি অথবা বিপ্রতিপত্তি নাকি এদের অন্যতরত্ব? যেক্ষেত্রে বিচারস্থলে সভাক্ষোভাদিবশতঃ কোনও প্রতিবাদী বাদীর কথিত বাক্যার্থ বিষয়ে তাঁর সম্যক্ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কিছু বলেন না সেস্থলে উদ্ভূত ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানে, নিগ্রহস্থানের উক্ত লক্ষণটি অব্যাপ্ত হয়।[৮] কারণ ঐরূপ স্থলে বাদীর পক্ষ অনুভাষণ না করার জন্য প্রতিবাদীর ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন হয়। কিন্তু উক্তস্থলে এই অননুভাষণ অপ্রতিপত্তি অথবা বিপ্রতিপত্তি বা এতদন্যতরত্ব জন্য নয়।

সামান্যতঃ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ক অপর একটি মতের উপস্থাপনাপূর্বক মণিকণ্ঠ মিশ্র বলেন— 'কথাকারণীভূত জ্ঞানবিরহই হচ্ছে নিগ্রহের হেতু' — একথাও বলা যায় না। কারণ, ''অর্থান্তর'' নামক নিগ্রহস্থানের স্থলে কথাকারণীভূত জ্ঞান বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ কথার প্রযোজক যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের অভাব উক্ত নিগ্রহস্থানস্থলে বর্তমান নেই। উক্তস্থলে কথার প্রযোজক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য অপর বিষয় অবতারণা করার দরুণ বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও

পুরুষ ''অর্থান্তর'' নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হন। সুতরাং, উক্তস্থলে নিগ্রহস্থানের লক্ষণটি প্রযোজ্য না হওয়ায় উক্ত লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়।[৯]

আবার, 'সমীচীন কথাকারণীভূত জ্ঞানাভাব' হচ্ছে নিগ্রহের হেতু— কেউ কেউ একথাও স্বীকার করেছেন। কিন্তু মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে একথাও বলা যায় না। কারণ, এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে ঃ কথার সমীচীনত্ব কি কথার বিশেষণ অথবা জ্ঞানের বিশেষণরূপে অভিপ্রেত? অথবা নিগ্রহস্থানশূণ্যত্ব অভিপ্রেত? সমীচীনত্বকে জ্ঞানের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে— সম্যক্ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিচারস্থলে পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর কথিত বাক্যার্থ অনুভাষণ না করার জন্য প্রতিবাদীর পক্ষে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং, সভাক্ষোভাদিবশতঃ ''অননুভাষণ'' নামক উদ্ভূত নিগ্রহস্থান স্থলে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটবে। আবার, নিগ্রহস্থানশূণ্যত্বও সমীচীনত্ব বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে নিগ্রহস্থানের লক্ষণ নিগ্রহস্থান ঘটিত হওয়ায় উক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি উত্থাপিত হবে।[১০]

সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে— তাহলে নিগ্রহের প্রকৃত কারণটি কি? উক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে মণিকণ্ঠ মিশ্র বলেন যে— কথাজনক সমীচীন জ্ঞান বিরহই হল নিগ্রহের কারণ। ''জনকত্ব'' কথাটির অর্থ হল কারণত্ব। ''সমীচীনত্ব'' কথাটির অর্থ হল পুরস্কৃত সময় নির্বাহ। অর্থাৎ, সমীচীনত্ব বলতে কথার উপযুক্ত সময়ে করণীয় কর্তব্যের নির্বাহকে বোঝায়। সুতরাং, উপযুক্ত সময়ে কথায় করণীয় কর্তব্যের অনির্বাহই নিগ্রহের হেতু। অন্যভাবে বলা যায় যে— কথায় যে সময়ে যা করণীয় মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে তা সম্পাদন করাই কর্তব্য এবং এটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। কথায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন তদ্ বিষয়ক জ্ঞানকে অপেক্ষা করেন এবং এরূপ জ্ঞানাভাবই হল নিগ্রহের হেতু। ''অননুভাষণ''ও কথায় উপযুক্ত সময়ে করণীয় কর্তব্যের অকরণ জন্য উদ্ভূত হয়। সুতরাং, ''অননুভাষণ'' স্থলে নিগ্রহস্থানের উক্ত লক্ষণটির অব্যাপ্তি ঘটার আর কোন আশঙ্কা থাকে না।[১১] মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে— নিগ্রহের এরূপ লিঙ্গ বা কারণই নিগ্রহস্থান।[১২]

খ. ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের মত:

উদয়নাচার্য্য তাঁর ''ন্যায়পরিশিষ্ট'' নামক গ্রন্থে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন যে— বিচারস্থলে কোনও বাদী তাঁর বাক্যার্থ ত্রিবিধ বার উচ্চারণ করলেও এবং সভাস্থলে উপস্থিত পরিষৎ বা মধ্যস্থগণ কর্তৃক বাদীর কথিত বাক্যার্থ বিজ্ঞাত হলেও প্রতিবাদী যদি পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর কথিত বাক্যার্থ প্রত্যুচ্চারণ না করেন, তবে উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদী ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হন। উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে মহর্ষি গৌতম কর্তৃক ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণে উক্ত 'ত্রিরভিহিত' পদটির দ্বারা বাদী কর্তৃক তাঁর বাক্যার্থ যতবার উচ্চারিত হলে তা প্রতিবাদীর বোধগম্য হয় বা অনুবাদযোগ্য হয়— এটিই বিবক্ষিত হয়েছে।[১৩] এক্ষেত্রে বাদীর কথিত বাক্যার্থ পরিষদ কর্তৃক বোধগম্য হয়েছে— একথা বলা হয়েছে। তা না হলে ঐ পরিষদের পক্ষে ''অজ্ঞান'' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটতো।[১৪] বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁর ''পরিশিষ্টপ্রকাশ''-এ উদয়নাচার্য্যের মত বিশ্লেষণপূর্বক ''অননুভাষণ'' রূপ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ প্রকাশ করে বলেছেন যে— বিচারস্থলে কোনও বাদী তাঁর বাক্যার্থ ত্রিবিধ বার উচ্চারণের পর অনুবাদযোগ্য কালে প্রতিবাদীর তদ্বিরোধী আচরণ অর্থাৎ বাদীর কথিত বাক্যার্থ অনুবাদ বা অনুভাষণ না করাই ঐ প্রতিবাদীর ক্ষেত্রে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান।[১৫]

বর্ধমান উপাধ্যায় আরও বলেন যে— ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানটি ''অবিজ্ঞাতার্থ'', ''অজ্ঞান'' এবং ''বিক্ষেপ'' নামক নিগ্রহস্থান অপেক্ষা ভিন্ন। ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের ক্ষেত্রে বাদীর ত্রিবিধ বার কথিত বাক্যার্থ পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞাত হওয়ায় এটি ''অবিজ্ঞাতার্থ'' নামক নিগ্রহস্থান অপেক্ষা ভিন্ন।[১৬] কারণ, ''অবিজ্ঞাতার্থ'' নামক নিগ্রহস্থানের স্থলে বাদীর কথিত বাক্যার্থ সভাস্থলে উপস্থিত পরিষদ অর্থাৎ মধ্যস্থগণ এবং প্রতিবাদী কারো নিকটই বোধগম্য হয় না। অপরপক্ষে, ''অননুভাষণ'' স্থলে 'আমি বুঝিনি' এরূপে বাদীর কথিত বাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদী নিজ অজ্ঞতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ না করায় এটি

"অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান অপেক্ষাও ভিন্ন।[১৭] আবার, এই স্থলে কথাবিচ্ছেদ না ঘটায় এটি "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থানের স্থলও নয়।[১৮]

"অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের ক্ষেত্রে নিগ্রহের কারণ বা প্রকৃত দূষকতাবীজ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উদয়নাচার্য্য বলেন যে— স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে ঃ এই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানটির ক্ষেত্রে প্রতিবাদীর নিগ্রহের হেতু বা কারণটি কি? বাদীর কথিত বাক্যার্থ বুঝতে সক্ষম না হওয়াই কি প্রতিবাদীর অননুভাষণের কারণ? প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে— উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে বিচারস্থলে কোনও বাদীর কথিত বাক্যার্থ প্রতিবাদী কর্তৃক বোধগম্য হলে অর্থাৎ বাদীর বাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর জ্ঞান থাকলে, এমনকী পরমত খণ্ডনরূপ উত্তরের স্ফূরণ প্রতিবাদীর মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও কুণ্ঠা বা সভাক্ষোভবশতঃ ঐ প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ অনুভাষণ বা অনুবাদে সক্ষম না হতে পারেন।[১৯] সুতরাং, বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও প্রতিবাদীর বাদীর বাক্যার্থ অননুবাদ দ্বারা বাদীর বাক্যার্থ বিষয়ে তাঁর অজ্ঞান বা অপ্রতিভার নিশ্চয় হয় না। কিন্তু বিচারস্থলে কোনও বাদীর কথিত বাক্যার্থ প্রতিবাদীর অনুভাষণ না করার হেতুটি যদি অনিশ্চিত হয়, তবে কারণ নিশ্চয় না করে উক্তরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করলে অতিপ্রসঙ্গ হয়।[২০]

উদয়নাচার্য্যের মতে পঞ্চবিধরূপে অর্থাৎ পঞ্চবিধ কারণবশতঃ এই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানটির উদ্ভাবন ঘটতে পারে। যথা— (১) এই, সেই ইত্যাদি সর্বনামের সাহায্যে অনুবাদের ফলে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভব ঘটতে পারে, (২) একদেশ অনুবাদের ফলে "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থান উদ্ভাবনীয় হতে পারে, (৩) বিপরীত অনুবাদের ফলে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটতে পারে, (৪) কেবলমাত্র দূষণ বলার ফলে "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থানের উপপত্তি ঘটতে পারে এবং (৫) স্তম্ভনের ফলে বা নীরব হয়ে থাকার ফলেও "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভব ঘটতে পারে।[২১]

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে ঃ এগুলি কেন "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হবে? উক্ত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ উদয়নাচার্য্য বলেন যে ঃ প্রথমতঃ— এই, সেই ইত্যাদি সর্বনামের সাহায্যে অনুবাদ অননুবাদের নামান্তর।[২২] ফলস্বরূপ, বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদী সর্বনামের সাহায্যে বাদীর কথিত বাক্যার্থ অনুবাদ করলে উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদীর "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। দ্বিতীয়তঃ— বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদী পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর কথিত সমগ্র বাক্যার্থ অনুভাষণ না করে তার একদেশ অনুবাদ করলে বাদীর কথিত সমগ্র বাক্যার্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর আপত্তি উত্থাপন বা দূষণদান করা যে সম্ভবপর হবেই— একথা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ ধরা যাক্, বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও প্রতিবাদী বাদীর কথিত ঐন্দ্রিয়কত্বরূপ হেতুর বিরুদ্ধে অনৈকান্তিক দোষের আপত্তি উত্থাপন করলেন। অথচ ঐ বাদীর কথিত প্রকৃত হেতু হল 'গুণত্বে সতি ঐন্দ্রিয়কত্ব'। এক্ষেত্রে প্রতিবাদীর কথিত পূর্বোক্ত অনৈকান্তিকরূপ দোষের দ্বারা বাদীর কথিত প্রকৃত হেতুটি দূষিত নাও হতে পারে।[২৩] উক্তস্থলে এরূপ একদেশ অনুবাদের ফলে প্রতিবাদীর "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। তৃতীয়তঃ— বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদী বিপরীত অনুভাষণ করলে অর্থাৎ পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর কথিত বাক্যার্থের ভিন্নরূপে অনুভাষণ করলে বাদীর কথিত বাক্যার্থের বিরুদ্ধে দূষণদানও তাঁর যথার্থ হবে না। ফলস্বরূপ, উক্ত ক্ষেত্রে এই বিপরীত অনুভাষণের ফলে ঐ প্রতিবাদীর "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। চতুর্থতঃ— বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও প্রতিবাদী যদি কেবলমাত্র বাদীর কথিত বাক্যার্থের বিরুদ্ধে দূষণদান করেন অর্থাৎ ঐ প্রতিবাদী যদি যার বিরুদ্ধে দূষণদান করবেন সেই দূষ্য অংশের অনুভাষণ না করেন, তবে প্রতিবাদীর ঐ দূষণ নিরাশ্রয় হবে।[২৪] ফলস্বরূপ, উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদী বাদীর কথিত বাক্যার্থের অনুভাষণ না করায় "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হবেন। পঞ্চমতঃ— বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদী পরমত খণ্ডনের পূর্বে স্তম্ভন বা নীরবতার ফলে যদি বাদীর কথিত বাক্যার্থের কোন অংশেরই অনুভাষণ না করেন এবং মৌন থাকেন, তবে উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদী "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে—উদয়নাচার্য্য উপরিউক্ত পঞ্চবিধ কারণ জন্য পঞ্চবিধ প্রকার "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান ব্যতীতও অকিঞ্চিৎ বচন প্রয়োগের ফলে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান এবং অযথা অনুভাষণের ফলে "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থান — এরূপে আরও দ্বিবিধ কারণ জন্য অপর দ্বিবিধ প্রকার "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। (ক) অকিঞ্চিৎ বচনের দ্বারা অনুভাষণের ফলে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান ঃ— উদয়নাচার্য্যের মতে— সংক্ষেপে অনুভাষণ করলে বাদীর কথিত যে বাক্যার্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী দোষ উত্থাপন করবেন, দোষাশ্রয় বিষয়ে অজ্ঞান জন্য দোষের সেই আশ্রয়টিই পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত হবে না।[২৫] ফলস্বরূপ, প্রতিবাদীর দূষণদানও যথার্থরূপে সম্পাদিত হবে না। ফলতঃ উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদী পরমত খণ্ডনের পূর্বে অকিঞ্চিৎ বচনের দ্বারা বাদীর বাক্যার্থের অনুভাষণ করায় "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হবেন। (খ) অযথা অনুভাষণ জন্য "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান ঃ— বিচারস্থলে পরমত খণ্ডনের পূর্বে কোনও প্রতিবাদী যদি অযথা অনুভাষণ করেন, তবে বাদীর বাক্যার্থের যে অংশের বিরুদ্ধে দূষণ উত্থাপ্য, সে বিষয়ে দূষণদান করাও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না।[২৬] ফলস্বরূপ, উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদী অযথা অনুভাষণ জন্য "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হবেন। উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে সর্বনাম দ্বারা অনুবাদ জন্য এবং একদেশ অনুবাদ জন্য যে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান সেগুলিকে অকিঞ্চিৎ বচন প্রয়োগ জন্য "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত করা যায়। অপরপক্ষে, বিপরীত অনুভাষণ জন্য যে "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থান সেটিকে অযথা অনুভাষণ জন্য "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই পরিলক্ষিত হয় যে— উদয়নাচার্য্য কর্তৃক উল্লিখিত সর্বনাম দ্বারা অনুবাদ জন্য, একদেশ অনুবাদ জন্য এবং বিপরীত অনুবাদ জন্য যে ত্রিবিধ প্রকার "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান সেগুলি প্রকারান্তরে "অননুভাষণ"রূপ নিগ্রহস্থানরূপে স্বীকৃত হলেও কেবলমাত্র দূষণের উল্লেখ দ্বারা এবং স্তম্ভনের ফলে যে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানরূপে অভিহিত করা যায়।

গ. "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মত এবং উদয়নাচার্য্যের মতের প্রেক্ষিতে তাঁর মতের অভিনবত্ব:

মণিকণ্ঠ মিশ্র তাঁর "ন্যায়রত্ন" নামক গ্রন্থে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন— সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের অভাব "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে বিচারস্থলে পরমত খণ্ডনের পূর্বে কোনও বাদীর কথিত বাক্যার্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ পরমত খণ্ডনরূপ উত্তর প্রদান বা দূষণ অভিধানের অভাব তাঁর প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থান।[২৭]

মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন— "বিজ্ঞাতস্য পরিষদা ত্রিরভিহিতস্যাপ্যপ্রত্যুচ্চারণমননুভাষণম্"।।৫।২।১৬।। অর্থাৎ বিচারস্থলে কোনও বাদীর ত্রিবিধবার কথিত এবং পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যস্থ কর্তৃক বিজ্ঞাত বাক্যার্থের পরমত খণ্ডনের পূর্বে প্রতিবাদী কর্তৃক যে অপ্রত্যুচ্চারণ, তা ঐ প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান।[২৮] কিন্তু ন্যায়সূত্রে প্রদত্ত "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মত পোষণ করে মণিকণ্ঠ মিশ্র বলেন— বিচারস্থলে কেবলমাত্র বাদীর কথিত বাক্যার্থের পরমত খণ্ডনের পূর্বে প্রতিবাদী কর্তৃক যে অপ্রত্যুচ্চারণ, তাই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান নয়। পরন্তু বিচারস্থলে কোনও বাদী তাঁর স্বপক্ষস্থাপনের পর পরমত খণ্ডনকালে প্রতিবাদী যদি ঐ বাদীর কথিত বাক্যার্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ বাদীর বিরুদ্ধে দূষণ দান করতে বা আপত্তি উত্থাপন করতে সক্ষম না হন, তবে উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদী "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হন।

টীকাকার নৃসিংহযজ্বন তাঁর "দ্যুতিমালিকা" নামক টীকায় মণিকণ্ঠ মিশ্রের বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বলেন

যে— বিচারস্থলে কেবলমাত্র কোনও প্রতিবাদীর পক্ষেই ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটে, তা নয়। বিচারস্থলে কোনও বাদী যদি প্রতিবাদীর উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডনকালে বা উক্ত আপত্তির উত্তর প্রদানকালে প্রতিবাদীর উত্থাপিত আপত্তি বা দূষণের অভিধান তথা অনুবাদ না করে তার উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তবে উক্তস্থলে ঐ বাদীও ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হন।[২৯]

''অননুভাষণ''কে কেন নিগ্রহস্থানরূপে বিবেচিত করা হবে?— উক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে টীকাকার নৃসিংহযজ্বন বলেন— উত্তরের আশ্রয়ের প্রত্যুচ্চারণ বা উপস্থাপন না করলে প্রতিবাদীর পক্ষে পরমত প্রতিষেধ করা বা পরমত খণ্ডনরূপ উত্তর প্রদান করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, উত্তরের আশ্রয়ের প্রত্যুচ্চারণ না করে উত্তর প্রদান করা বা উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হওয়াই এক্ষেত্রে বিচারে অংশগ্রহণকারী পুরুষের পক্ষে নিগ্রহের উন্নায়ক। কিন্তু নৃসিংহযজ্বনের মতে— বিচারস্থলে কোনও বাদী বা প্রতিবাদীর কথিত বাক্যার্থের দূষ্য অংশের অনুবাদপূর্বক তাঁর প্রতিবাদী দূষণ প্রদানে বা পরমত খণ্ডনরূপ উত্তর প্রদানে অসমর্থ হলেও উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদীর ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান হয়।[৩০] সুতরাং, নৃসিংহযজ্বনের মতে— বিচারস্থলে পরমত খণ্ডনের পূর্বে বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও বাদী বা প্রতিবাদীর কথিত সমগ্র বাক্যার্থের অনুবাদ না করা তাঁর প্রতিবাদীর পক্ষে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান নয়। কারণ বিচারস্থলে কোনও বাদী বা প্রতিবাদীর কথিত সম্পূর্ণ বক্তব্য পরমত খণ্ডনের পূর্বে অনুবাদ করা তাঁর প্রতিবাদীর কর্তব্য নয়।[৩১] অতএব, নৃসিংহযজ্বনের বক্তব্যকে পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে— তাঁর মতে বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও বাদী বা প্রতিবাদীর বক্তব্যের দূষ্য অংশের অনুবাদপূর্বক দূষণ অভিধানের অভাবই তাঁর প্রতিবাদীর পক্ষে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে— মণিকণ্ঠ মিশ্র সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের অভাবকে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানরূপে অভিহিত করায় ''অননুভাষণ'' রূপ নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে টীকাকার নৃসিংহযজ্বনের মতের সাথে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতের স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে চতুর্বিধরূপে অর্থাৎ চতুর্বিধ কারণবশতঃ ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটতে পারে। যথা— (১) একদেশ অনুবাদের দ্বারা, (২) বিপরীত অনুবাদের দ্বারা, (৩) কেবলমাত্র দূষণ বলার ফলে এবং (৪) স্তম্ভন বা নীরব হয়ে থাকার ফলে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভব ঘটতে পারে।[৩২] অতএব, মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতানুসারে চতুর্বিধ ''অননুভাষণ''রূপ নিগ্রহস্থান সম্ভবপর। যথা— (১) একদেশ অনুবাদের ফলে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান, (২) বিপরীত অনুবাদের ফলে ''অননুভাষণ'' রূপ নিগ্রহস্থান, (৩) কেবল দূষণদানের ফলে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান এবং (৪) স্তম্ভনের ফলে ''অননুভাষণ''রূপ নিগ্রহস্থান।

উক্ত চতুর্বিধ কারণসমূহবশতঃ কেন ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটবে?— উক্ত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বলা যায় যে—

প্রথমতঃ বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদী পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর কথিত সমগ্র বাক্যার্থ অনুভাষণ না করে তার একদেশের অনুবাদ করলে তিনি পরমত খণ্ডনকালে বাদীর বিরুদ্ধে দূষণ দান করুন বা নাই করুন, উক্তস্থলে বাদীর কথিত বাক্যার্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের অভাব ঘটায় ঐ প্রতিবাদীর ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও প্রতিবাদী পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর কথিত বাক্যার্থের ভিন্নরূপে অনুভাষণ বা বিপরীত অনুভাষণ করলে তিনি পরমত খণ্ডনকালে বাদীর বিরুদ্ধে দূষণ দান করুন বা নাই করুন, উক্ত ক্ষেত্রে বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের অভাব ঘটায় ঐ প্রতিবাদী ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হন।

তৃতীয়তঃ বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদী যদি পরমত খণ্ডনকালে কেবলমাত্র বাদীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন বা দূষণ দান

করেন কিন্তু বাদীর কথিত সমগ্র বাক্যার্থের অনুভাষণ না করেন, তবে উক্তস্থলেও বাদীর সম্পূর্ণ বক্তব্য অনুবাদ সহ দূষণ দানের অভাব ঘটায় উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদীর ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান হয়।

চতুর্থতঃ বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও প্রতিবাদী যদি পরমত খণ্ডনকালে নীরব থাকেন অর্থাৎ পরমত খণ্ডনের পূর্বাঙ্গরূপ বাদীর কথিত বাক্যার্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ এবং বাদীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন উভয় ক্ষেত্রেই অসমর্থ হন, তবে উক্তস্থলে বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের অভাব ঘটায় উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদী ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে— মণিকণ্ঠ মিশ্রের বক্তব্য অনুসারে যে সম্ভাব্য পরিস্থিতিসমূহে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটতে পারে, সেই সম্ভাব্য পরিস্থিতিসমূহ হল নিম্নরূপঃ

১। বাদীর কথিত বাক্যার্থের একদেশের অনুবাদ ও দূষণ দান।

২। বাদীর কথিত বক্তব্যের একদেশের অনুবাদ ও দূষণ দানের অভাব।

৩। বাদীর কথিত বাক্যার্থের বিপরীত অনুবাদ ও দূষণ দান।

৪। বাদীর কথিত বক্তব্যের বিপরীত অনুবাদ ও দূষণ দানের অভাব।

৫। বাদীর কথিত বাক্যার্থের অনুবাদের অভাব কিন্তু কেবলমাত্র দূষণ দান।

৬। বাদীর কথিত বক্তব্যের অনুবাদের অভাব এবং দূষণ দানের অভাব

এবং

৭। বাদীর কথিত বাক্যার্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ কিন্তু দূষণ দানের অভাব।

প্রথম দ্বিবিধ পরিস্থিতির জন্য বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদীর একদেশ অনুবাদের ফলে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পরিস্থিতিবশতঃ কোনও প্রতিবাদীর বিপরীত অনুবাদ জন্য ''অননুভাষণ''রূপ নিগ্রহস্থান হয়। পঞ্চম পরিস্থিতির জন্য বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও প্রতিবাদীর কেবল দূষণ দানের ফলে ''অননুভাষণ'' রূপ নিগ্রহস্থান হয় এবং ষষ্ঠ পরিস্থিতিবশতঃ স্তম্ভনজন্য ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটে। কিন্তু সপ্তম পরিস্থিতির জন্য বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ সত্ত্বেও দূষণ দানের অভাববশতঃ কোনও প্রতিবাদীর পক্ষে ''অননুভাষণ''রূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটতে পারে। মণিকণ্ঠ মিশ্র বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের অভাবকে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানরূপে অভিহিত করলেও সপ্তম পরিস্থিতি বা কারণটিকে তিনি কেন ''অননুভাষণ''রূপ নিগ্রহস্থান উদ্ভাবনের কারণরূপে উল্লেখ করেন নি— তা প্রশ্নের অবকাশ রাখে। সেক্ষেত্রে 'বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ সত্ত্বেও দূষণ দানের অভাবজন্য ''অননুভাষণ''রূপ নিগ্রহস্থান'— এরূপে পঞ্চম প্রকার ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থান মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতানুযায়ী স্বীকার করা যায় কিনা, তাও ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে— মণিকণ্ঠ মিশ্র বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদী কর্তৃক পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর কথিত বাক্যার্থের সর্বনামের দ্বারা অনুবাদকে ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের স্থলরূপে গণ্য করেন নি। কারণ তাঁর মতে এরূপ অনুবাদে কোনও দূষণ নেই।[৩৩]

মণিকণ্ঠ মিশ্র আরও বলেন যে— যদি বিচারস্থলে পরমত খণ্ডনের পূর্বে কোনও প্রতিবাদী কর্তৃক বাদীর বক্তব্যের একদেশ অনুবাদ করা হয়, তবে উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদীর পক্ষে ''অজ্ঞান'' এবং ''অননুভাষণ'' উভয় প্রকার নিগ্রহস্থানের উদ্ভব ঘটতে পারে। কিন্তু যদি বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও প্রতিবাদী পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ এবং পরমত খণ্ডন অর্থাৎ দূষণ দান উভয়ই না করেন এবং নীরব থাকেন, তবে এই স্তম্ভনের স্থলটি অসংকীর্ণ স্থল হওয়ায় উক্ত ক্ষেত্রে ঐ প্রতিবাদী ''অজ্ঞান'' নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র ''অননুভাষণ'' নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারাই নিগৃহীত হন।[৩৪] কারণ,

মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতানুসারে স্তম্ভন স্থলে কোনও প্রতিবাদীর পক্ষে "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের কোনও অবকাশ থাকে না। কারণ, "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে মণিকণ্ঠ মিশ্রের বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে নৃসিংহযজ্বন বলেন যে— বিচারস্থলে কোনও বাদীর ত্রিবিধবার কথিত বাক্যার্থ পরিষদ অর্থাৎ মধ্যস্থ কর্তৃক অবগত হলেও এবং পরিষদের অবগতির জন্য প্রতিবাদী উক্ত বাক্যার্থের প্রত্যুচ্চারণ করলেও প্রতিবাদী যদি অর্থতঃ তা বুঝতে সক্ষম না হন, তবে উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদীর "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান হয়।[৩৫] সুতরাং, উক্ত ব্যাখ্যানুসারে স্তম্ভন স্থলে "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থানের সঙ্গে "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের সাঙ্কর্য্য ঘটার কোনও অবকাশ থাকে না। কারণ, বাদীর বাক্যার্থের প্রত্যুচ্চারণ না করলে প্রতিবাদীর পক্ষে "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন সম্ভবপর নয়। সুতরাং, "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মত মণিকণ্ঠ মিশ্রের বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে ঃ অপ্রতিভা স্থলে স্তম্ভন স্বীকৃত হওয়ায় অননুভাষণের স্থল থেকে অপ্রতিভার পার্থক্য কিরূপে সূচিত হবে? উক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে টীকাকার নৃসিংহযজ্বনকে অনুসরণ করে বলা যায় যে— "অপ্রতিভা" স্থলে স্তম্ভন স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কথাস্থলে পরমত খণ্ডনের পূর্বে কোনও প্রতিবাদী বাদীর কথিত বাক্যার্থের প্রত্যুচ্চারণ করা সত্ত্বেও পরমত খণ্ডনকালে যদি বাদীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে দূষণ দানে বা দূষণ অভিধানে ব্যর্থ হন, তবে উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদীর "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। সুতরাং, "অপ্রতিভা" রূপ স্তম্ভনের স্থল থেকে "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থানের স্থলটির ভেদ বর্তমান।[৩৬] কিন্তু পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে— মণিকণ্ঠ মিশ্র স্তম্ভন জন্য "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং, বিচারস্থলে যেক্ষেত্রে কোনও বাদীর পক্ষের অনুবাদ এবং বাদীর মতের খণ্ডন বা প্রতিষেধ উভয়ই তাঁর প্রতিবাদী কর্তৃক সম্পন্ন হয় নি, সেরূপ স্তম্ভন জন্য "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের স্থল থেকে মণিকণ্ঠ মিশ্র "অপ্রতিভা"রূপ স্তম্ভন স্থলের পার্থক্য কিরূপে সূচিত করবেন— সেই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়।

মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে— "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানটি "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থান অপেক্ষা ভিন্ন। কারণ, "অননুভাষণ" অসম্পূর্ণ অভিধানের স্থল নয়।[৩৭] এটি "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান অপেক্ষাও ভিন্ন। কারণ, অননুভাষণ স্থলে মিথ্যা অজুহাতে পূর্বস্বীকৃত কথার ব্যবচ্ছেদ বা কথা ভঙ্গ ঘটে না।[৩৮] "অজ্ঞান" এবং "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান অপেক্ষাও "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানটির ভেদ বর্তমান। কারণ, বিচারস্থলে কোনও বাদীর কথিত বাক্যার্থের দূষ্য অংশ বিষয়ে প্রতিবাদীর জ্ঞান থাকলেও এবং পরমত খণ্ডনকালে সেই দূষ্য অংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর উত্তর স্ফূরণ হওয়ার অবকাশ থাকলেও সভাক্ষোভবশতঃ কোনও প্রতিবাদী নীরব থাকতে পারেন।[৩৯] এক্ষেত্রে ঐ প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটলেও "অজ্ঞান" অথবা "অপ্রতিভা"রূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের কোনও অবকাশ থাকে না।

"অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মত পর্যালোচনা করলে উক্ত নিগ্রহস্থানটির স্বরূপ বিষয়ে কতগুলি ক্ষেত্রে উদয়নাচার্য্যের মত অপেক্ষা মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতের স্বাতন্ত্র্য এবং অভিনবত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমতঃ উদয়নাচার্য্যের মতে— বিচারস্থলে কোনও বাদী কর্তৃক ত্রিবিধবার কথিত এবং মধ্যস্থ কর্তৃক বিজ্ঞাত বাক্যার্থের পরমত খণ্ডনের পূর্বে প্রতিবাদী কর্তৃক যে অপ্রত্যুচ্চারণ, তা ঐ প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। অপরপক্ষে, মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে— বিচারস্থলে কেবলমাত্র পরমত খণ্ডনের পূর্বে কোনও বাদীর কথিত বাক্যার্থ প্রত্যুচ্চারণ না করাই প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" রূপ নিগ্রহস্থান নয়। মণিকণ্ঠ মিশ্র প্রাচীন নৈয়ায়িক বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এবং বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদী কর্তৃক পরমত খণ্ডনের পূর্বে কোনও বাদীর কথিত বাক্যার্থের দূষণীয় অংশ অনুভাষণ না করাকেও "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানরূপে অভিহিত করেন নি। মণিকণ্ঠ মিশ্র বিচারে অংশগ্রহণকারী কোনও পুরুষের পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর কথিত বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের

অভাবকেই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানরূপে অভিহিত করেছেন। বাদীর বক্তব্যের দূষণীয় অংশের অনুবাদপূর্বক দূষণ দানকে তিনি সমর্থন করেন নি। কারণ, মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে— বিচারস্থলে পরমত খণ্ডনের পূর্বে বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদই প্রতিবাদীর কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ উদয়নাচার্য্য তাঁর "ন্যায়পরিশিষ্ট" নামক গ্রন্থে পঞ্চবিধ কারণবশতঃ পঞ্চবিধ "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও উদয়নাচার্য্য অকিঞ্চিৎ বচন প্রয়োগ জন্য এবং অযথা অনুভাষণ জন্য "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের কথা উল্লেখ করেছেন। অপরপক্ষে, মণিকণ্ঠ মিশ্র চতুর্বিধ কারণবশতঃ চতুর্বিধ "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু অকিঞ্চিৎ বচন প্রয়োগের ফলে কিংবা অযথা অনুভাষণের ফলে "অননুভাষণ"রূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের সম্ভাবনার কথা মণিকণ্ঠ মিশ্রের "ন্যায়রত্ন" নামক গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মত বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায় যে— তাঁর মতে সপ্তবিধ কারণজন্য সপ্তপ্রকার "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উৎপত্তি স্বীকার করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ উদয়নাচার্য্যের মতে এই, সেই ইত্যাদি সর্বনামের দ্বারা অনুবাদ অননুবাদের নামান্তর হওয়ায় তিনি সর্বনামের সাহায্যে অনুবাদের স্থলকে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের স্থলরূপে গণ্য করেছেন। কিন্তু মণিকণ্ঠ মিশ্র সর্বনামের সাহায্যে অনুবাদকে অদূষ্যরূপে গণ্য করায় তিনি সর্বনাম দ্বারা অনুবাদকে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের স্থলরূপে অভিহিত করেন নি।

চতুর্থতঃ উদয়নাচার্য্য এবং মণিকণ্ঠ মিশ্র উভয়ই "অজ্ঞান" এবং "অপ্রতিভা"— এই উভয় প্রকার নিগ্রহস্থান অপেক্ষা "অননুভাষণ"রূপ নিগ্রহস্থানটির ভেদ প্রদর্শন করেছেন। উভয় মতানুসারেই বিচারস্থলে কোনও বাদীর কথিত বাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর জ্ঞান থাকলে এবং তাঁর মধ্যে পরমত খণ্ডনরূপ উত্তরের স্ফুরণ পরিলক্ষিত হলেও সভাক্ষোভবশতঃ প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটতে পারে। সুতরাং, এরূপ সভাক্ষোভবশতঃ "অননুভাষণ"রূপ নিগ্রহস্থান স্থলে "অজ্ঞান" এবং "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থানদ্বয়ের সাঙ্কর্য্য ঘটার কোনও অবকাশ থাকে না। অতএব, "অজ্ঞান" এবং "অপ্রতিভা"রূপ নিগ্রহস্থান ব্যতীত "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন সম্ভবপর হওয়ায় "অননুভাষণ" নামক একটি স্বতন্ত্র নিগ্রহস্থান অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু এ বিষয়ে উদয়নাচার্য্য এবং মণিকণ্ঠ মিশ্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

উদয়নাচার্য্যের মতে— বিচারস্থলে কোনও বাদী স্বপক্ষস্থাপনকালে তাঁর বাক্যার্থ ত্রিবিধবার উচ্চারণ করলেও এবং সভাকক্ষে উপস্থিত পরিষদ অর্থাৎ মধ্যস্থগণ বাদীর কথিত বাক্যার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর কথিত ঐ বাক্যার্থ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হন এবং 'আমি জানি না' এরূপে বাদীর কথিত বাক্যার্থ বিষয়ে নিজ অজ্ঞতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন, তবে উক্তস্থলে তাঁর "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান হয়।৪০ উদয়নাচার্য্যের মত বিশ্লেষণপূর্বক বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁর "পরিশিষ্টপ্রকাশ" বা "প্রকাশটীকা"য় "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে বলেন— কথায় প্রকৃত বিষয়ে অর্থাৎ বাদীর কথিত বাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর স্বীয় অজ্ঞানের আবিষ্কারই "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান।[৪১] "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান অপেক্ষা "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানটির ভেদ প্রদর্শন করে তিনি বলেন— বাদীর কথিত বাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর অজ্ঞান যদি আবিষ্কৃত না হয়, তবে সেক্ষেত্রেই পরমত খণ্ডনের পূর্বে কোনও প্রতিবাদীর বাদীর কথিত বাক্যার্থ অনুভাষণের অবকাশ থাকে। কিন্তু উক্তস্থলে প্রতিবাদীর অজ্ঞান যদি আবিষ্কৃত হয়, তবে প্রতিবাদী কর্তৃক বাদীর কথিত বাক্যার্থ অনুভাষণের প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং, বাদীর কথিত বাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর অজ্ঞান নেই— এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই অনুবাদের প্রশ্ন এবং এই অনুবাদের অবসরেই প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্যার্থ অনুভাষণে সক্ষম না হন, তবে উক্তস্থলে তাঁর "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়।[৪২]

সুতরাং, উদয়নাচার্য্যের মতে— বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদীর বাদীর বাক্যার্থ বিষয়ে অজ্ঞান আবিষ্কৃত না হলে তবেই ঐ প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটেছে কিনা, তা বিচারের প্রশ্ন ওঠে। এই কারণে উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে সভাক্ষোভবশতঃ স্তম্ভন স্থলে কোনও প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের সাথে "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের সাঙ্কর্য্য ঘটার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

অপরপক্ষে, মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে— বিচারস্থলে কোনও বাদী কর্তৃক ত্রিবিধবার কথিত বাক্য পরিষদ কর্তৃক অবগত হলেও এবং মধ্যস্থগণের অবগতির জন্য প্রতিবাদী তার প্রত্যুচ্চারণ করলেও অর্থতঃ তা বুঝতে না পারায় উক্তস্থলে ঐ প্রতিবাদী "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হন। সুতরাং, মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে— বিচারস্থলে কোনও প্রতিবাদী বাদীর বাক্য প্রত্যুচ্চারণ না করলে ঐ প্রতিবাদীর পক্ষে "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং, মণিকণ্ঠ মিশ্রের ব্যাখ্যা অনুসারে সভাক্ষোভবশতঃ স্তম্ভন স্থলে প্রতিবাদীর মধ্যে উত্তরের স্ফূরণ পরিলক্ষিত হলেও প্রতিবাদী কর্তৃক বাদীর কথিত বাক্যার্থের প্রত্যুচ্চারণ না হওয়ায় উক্তস্থলে প্রতিবাদীর "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু উক্তস্থলেও বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের অভাব ঘটায় প্রতিবাদীর "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়।

অপরপক্ষে, উদয়নাচার্য্যের মতে— সভাক্ষোভ জন্য স্তম্ভন স্থলে প্রতিবাদীর মধ্যে উত্তরের স্ফূরণ থাকায় প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভব ঘটলেও উত্তরের অপ্রতিপত্তিরূপ "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের কোনও অবকাশ থাকে না। ফলস্বরূপ, উদয়নাচার্য্যের মতে উক্তস্থলে প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের সাথে "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থানের সাঙ্কর্য্য ঘটারও কোনও অবকাশ থাকে না। অপরপক্ষে, মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে "অপ্রতিভা"স্থলে স্তম্ভন স্বীকৃত হওয়ায় যেক্ষেত্রে সভাক্ষোভবশতঃ প্রতিবাদীর স্তম্ভন ঘটলেও প্রতিবাদীর মধ্যে পরমত খণ্ডনরূপ উত্তরের স্ফূরণ পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিবাদীর "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার কোনও অবকাশ থাকে না। কিন্তু উক্তস্থলে প্রতিবাদী উত্তরের স্ফূরণ হওয়ার অবকাশ থাকলেও বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ সহ দূষণ অভিধানের অভাব ঘটায় উক্তক্ষেত্রে ঐ প্রতিবাদী "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হন।

পঞ্চমতঃ উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বিচারস্থলে কেবলমাত্র পরমত খণ্ডনকালে কোনও প্রতিবাদীর পক্ষেই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান উদ্ভাবনীয়। কিন্তু মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতানুসারে বাদীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ অভিধান সহ দূষণ অভিধানের অভাববশতঃ কেবলমাত্র পরমত খণ্ডনকালে কোনও প্রতিবাদীর পক্ষেই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটে না। পরন্তু কোনও বাদী যদি প্রতিবাদীর উত্থাপিত আপত্তির উত্তর প্রদানকালে প্রতিবাদী প্রদত্ত দূষণের অভিধান না করে উক্ত আপত্তির খণ্ডন করেন, তবে ঐ বাদীর পক্ষেও "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ঘটতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে— মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতে কেবলমাত্র পরমত খণ্ডনকালে নয়, অপরের উত্থাপিত আপত্তির উত্তর প্রদানকালেও "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন সম্ভবপর।

"অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের মত অপেক্ষা মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতের স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রগুলি পর্যালোচনার পরিশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে— "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপ বিষয়ে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মত অভিনবত্বের দাবী রাখে। তাছাড়া, উক্ত নিগ্রহস্থানটির উদ্ভাবনকাল নির্ণয়ে, মণিকণ্ঠ মিশ্রের বক্তব্য অনুসরণ করে উক্ত নিগ্রহস্থানটির প্রকারভেদ নিরূপণে, এমনকি "অজ্ঞান" এবং "অপ্রতিভা"— এই দ্বিবিধ নিগ্রহস্থান অপেক্ষা "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানটি পার্থক্য নিরূপণে সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে মণিকণ্ঠ মিশ্রের মতের নতুনত্ব এবং স্বকীয়তার স্পষ্ট পরিচয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১। "প্রতিজ্ঞাহানিঃ প্রতিজ্ঞান্তরং প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসো হেত্বন্তরমর্থান্তরং নিরর্থকমবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালং ন্যূনমধিকং পুনরুক্তমননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণং নিরনুযোজ্যানুযোগোঽপসিদ্ধান্তো হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি" শ্রশ্র১শ্রশ্র ৫০৫শ্রশ্র

(ক) *ন্যায়দর্শন*, অ.৫, আ.২গৌতম, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, সন—১৯৮৫, পৃঃ—১১৬২।

(খ) ফণিভূষণ তর্কবাগীশ— *ন্যায়দর্শন*, অ.৫, আ.২, গৌতম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ—৪৯১-৪৯২।

২। "কথায়ামখণ্ডিতাহঙ্কারেণ পরস্যাহঙ্কারখণ্ডনমিহ পরাজয়ো নিগ্রহঃ"। — উদয়নাচার্য্য— *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ—৭৯।

৩। "নিগ্রহশব্দস্য রাজধর্মোক্তদণ্ডাদিবিষয়ত্বং নিবারয়তি — পরাজয় ইতি।" —বর্ধমান উপাধ্যায়—*পরিশিষ্টপ্রকাশ*— *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ —৭৯।

৪। "পরাজয়ো হি দুরোদরাদ্যনেকবিষয় ইতি কার্যদ্বারেণ বিবেচয়তি ..... ।" — বর্ধমান উপাধ্যায়—*পরিশিষ্টপ্রকাশ*—*ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ—৭৯।

৫। "কথাবাহ্যানাং কথায়ামপ্যপস্মারোন্মাদাদিকাশাপন্নানাং ঝটিতি সংবরণেন তিরোহিতাবসরাণাং পুনঃস্ফূর্তিমনধিকৃতোত্তাবিতানাং চ ব্যবচ্ছেদঃ।" — উদয়নাচার্য্য— *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ—৮০।

৬। "ন চ তত্রাপি নিগ্রহস্থানমঙ্গীক্রিয়ত এবেতি নাতিব্যাপ্তিঃ।" —বর্ধমান উপাধ্যায়—*পরিশিষ্টপ্রকাশ*—*ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ—৮০।

৭। "কথায়ামেব নিগ্রহাঙ্গীকারাত্।" —বর্ধমান উপাধ্যায়—*পরিশিষ্টপ্রকাশ*— *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ—৮০।

৮। "ন তাবদপ্রতিপত্তিঃ; নাপি বিপ্রতিপত্তিঃ, নাপ্যেতদ্দ্বয়োন্যতরত্বম্; যত্র হি সভাক্ষোভাদিনা সম্যক্ জ্ঞানন্নেব ন কিংচিদ্বদতি তত্রাননুভাষণেঽব্যাপ্তেঃ।" — মণিকণ্ঠ মিশ্র — *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ—২২১।

৯। "নাপি কথাকারণীভূতজ্ঞানবিরহঃ; তস্যাপ্যব্যাপ্তেঃ। অর্থান্তরাদৌ কথাকারণীভূতজ্ঞানস্যাপি বিদ্যমানত্বাত্।" —মণিকণ্ঠ মিশ্র — *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ —২২১।

১০। "নাপি সমীচিনকথাকারণীভূতজ্ঞানাভাবঃ। কথায়াং সমীচিনত্বং কিং সমীচিনজ্ঞানজন্যত্বং বা? নিগ্রহস্থানশূন্যত্বং বা? নাদ্যঃ, সম্যগজ্ঞানবতোঽপ্যননুভাষণস্য প্রদর্শিতত্বাত্। নাপরঃ, আত্মাশ্রয়াত্।" — মণিকণ্ঠ মিশ্র — *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ —২২১।

১১। "উচ্যতে কথাজনকসমীচীনজ্ঞানবিরহ এব নিগ্রহঃ। জনকত্বং চ কারণত্বম্। ...সমীচীনত্বং চ পুরস্কৃতসময়নির্বাহঃ। তদ্বিরহোঽননুভাষণাদাবপ্যস্তি, অবশ্যং কথা কর্তব্যেতি সময়স্য মূকোভাবেনানির্বাহাত্।" — মণিকণ্ঠ মিশ্র — *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ —২২২।

১২। "এবংবিধনিগ্রহলিঙ্গত্বং নিগ্রহস্থানত্বমিতি সংক্ষেপঃ।"— মণিকণ্ঠ মিশ্র—*ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ —২২২।

১৩। "ত্রিরভিহিতস্যাপীত্যুচ্চারণযোগ্যতামাত্রপ্রদর্শপরং .....।" — উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১০৯-১১০।

১৪। "তদভ্যুপগমমাত্রন্তু বিবক্ষিতম্ অনভ্যুপগমেঽজ্ঞানাবতারাত্।" — উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১০৯।

১৫। "তথাচানুবাদযোগ্যকালে তদ্বিরোধিব্যাপারোঽননুভাষণমিতি লক্ষণার্থঃ।" — বর্ধমান উপাধ্যায় — *পরিশিষ্টপ্রকাশ* — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১০-১১১।

১৬। "পরিষদা বুদ্ধস্যেত্যবিজ্ঞাতার্থব্যবচ্ছেদঃ।" বর্ধমান উপাধ্যায় — *পরিশিষ্টপ্রকাশ* — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১০।

১৭। "অনববোধমনাবিষ্কুর্বতেত্যজ্ঞানব্যবচ্ছেদঃ।" বর্ধমান উপাধ্যায় — *পরিশিষ্টপ্রকাশ* — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১০।

১৮। "কথামবিচ্ছিন্দতেতি বিক্ষেপব্যুদাসঃ।" বর্ধমান উপাধ্যায় — *পরিশিষ্টপ্রকাশ* — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১০।

১৯। "জ্ঞানসাধনস্যাপি স্ফুরদুত্তরস্যাপি বা কুণ্ঠত্বেন ক্ষোভেণ বা অননুবাদোপপত্তেঃ।" — উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং

হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১১।

২০। "অনিশ্চিতনিগ্রহোদ্ভাবনে অতিপ্রসঙ্গাত্।" — উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১১।

২১। ".....তথা চ তদিত্যাদিসর্বনাম্নানুবাদেন বা একদেশানুবাদেন বা বিপরীতানুবাদেন বা কেবলদূষণোক্ত্যা বা স্তম্ভেন বেতি পঞ্চধা বিভাব্যতে।" — উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১০-১১১।

২২। "সর্বনামানুবাদেড়্যাননুবাদান্ন বিশেষঃ।"— উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১১।

২৩। "ন হ্যেকদেশদূষণে সমুদায়ো দূষিতঃ স্যাত। তথাচৈন্দ্রিয়কত্বস্যানৈকান্তিকত্বেন দূষণে গুণত্বে সত্যৈন্দ্রিয়কত্বাদিত্যেতদপি দূষ্যেত।" — উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১১।

২৪। "..... কেবলদূষণবচনে চ নিরাশ্রয়দূষণং কিং দূষয়িষ্যতীতসাধনোপাদানাদ্বিপ্রতিপত্তেঃ।" — উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১১।

২৫। "অকিঞ্চিদ্বচনে দূষণাশ্রয়োপাদানস্যাঙ্গত্বাপ্রতিপত্তেঃ....।" — উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১১।

২৬। "অযথানুভাষণে ব্যধিকরণং দূষণমিত্যেতদপি তথৈব।" — উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১১।

২৭। "সংপূর্ণানুবাদসহিতদূষণবিধানব্যতিরেকোড়্যননুভাষণম্।"— মণিকণ্ঠ মিশ্র— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৬।

২৮। "*ন্যায়দর্শন*, অ.৫, আ.২, সূত্র—১৬, গৌতম, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৫ , পৃঃ — ১১৮৯।

২৯। "উপলক্ষণমেতত্। প্রতিবাদিনা প্রতিপাদিতদূষণাভিধানস্যাননুবাদে বাদিনোড়্পি নিগ্রহসংভবাত্।" — নৃসিংহযজ্বন — *দ্যুতিমালিকা*— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৭।

৩০। "কথমেতন্নিগ্রহস্থানমিতি চেত্; ন, অপ্রত্যুচ্চারয়ত্ কিমাশ্রয়ঃ পরপক্ষপ্রতিষেধং কুর্যাত্? এবচ দূষ্যমাত্রানুবাদেড়্যসমর্থস্য দূষণং জেয়ম্।"— নৃসিংহযজ্বন — *দ্যুতিমালিকা*— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৭।

৩১। "ন পুনঃ সর্বোড়্নুবাদঃ কর্তব্য ইতি বয়মালোচয়ামঃ।"— নৃসিংহযজ্বন — *দ্যুতিমালিকা*— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৭।

৩২। "তদপি চতুর্ধা— একদেশানুবাদেন, বিপরীতানুবাদেন, কেবলদূষণোক্ত্যা, স্তম্ভেন বেতি।"— মণিকণ্ঠ মিশ্র— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৬ - ২৩৭।

৩৩। "ন তু সর্বনাম্নানুবাদেন, তস্যাদূষণত্বাত্।"— মণিকণ্ঠ মিশ্র— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ— ২৩৭।

৩৪। "যদ্যপ্যেকদেশানুবাদেড়্জ্ঞানসংকীর্ণম্, তথাপি স্তম্ভেড়্সংকীর্ণমেব।"— মণিকণ্ঠ মিশ্র— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩,পৃঃ — ২৩৭।

৩৫। "যদা বাক্যং পরিষদা ত্রিরভিহিতমপি পরিষদাবগতার্থং প্রতিবাদী প্রত্যুচ্চারয়ন্নপি নার্থতঃ সমধিগচ্ছতি, তদজ্ঞানং নাম প্রতিবাদিনো নিগ্রহস্থানমিতি।"— নৃসিংহযজ্বন — *দ্যুতিমালিকা* — *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৭।

৩৬। "কথামভ্যুপগম্য তূষ্ণীংভাবোড়্প্রতিভা বাদিপ্রতিবাদিনোর্নিগ্রহস্থানম্। অননুভাষণে তু ন তূষ্ণীমাত্তে; প্রত্যুচ্চারয়ন্নপি ন দূষণাদিকমভিদধাতি। অতো নানয়োরভেদ ইত্যপ্যাহুঃ।"— নৃসিংহযজ্বন — *দ্যুতিমালিকা* — *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৮।

৩৭। "তথাপি ন ন্যূনম্, অসংপূর্ণানভিধানাত্।"— মণিকণ্ঠ মিশ্র— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৭।

৩৮। "ন হি বিক্ষেপঃ, ব্যাজাদিনা কথাবিচ্ছেদাভাবাত্।"— মণিকণ্ঠ মিশ্র— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৭।

৩৯। "নাজ্ঞানম্,অপ্রতিভা বা, জ্ঞানে দূষ্যে স্ফুরদুত্তরস্যাপি সভাক্ষোভাদিনা স্তম্ভসংভবাত্।"— মণিকণ্ঠ মিশ্র— *ন্যায়রত্ন*, মাদ্রাজ সরকার কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাজ, ১৯৫৩, পৃঃ — ২৩৭।

৪০। "তেন বাদিনোক্তং পরিষদা বুদ্ধং ..... প্রতিবাদী ন চেজ্জানীয়াত্তাড়্জ্ঞানং তস্য নিগ্রহস্থানম্।" —উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১২।

৪১। "তথা চ, কথায়াং প্রকৃতবিষয়ে স্বাজ্ঞানাবিষ্করণমজ্ঞানমিতি লক্ষণার্থঃ।"—বর্ধমান উপাধ্যায় — *পরিশিষ্টপ্রকাশ* — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১২।

৪২। "এবম্ অননুভাষণাদস্য ভেদঃ অনববোধমনাবিষ্কুর্বতো হ্যনুবাদাবসরঃ, অবসরে হি ক্রিয়াভ্রংশো দোষায়।" —উদয়নাচার্য্য — *ন্যায়পরিশিষ্ট*, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ — ১১২।